পেন্সিল

গার্গী ভট্টাচার্য

Copyright © 2017 Gargi Bhattacharya

All rights reserved.

Contact Details --- TeaTree25@outlook.com

This book is entirely a work of fiction. The names, characters, organizations and incidents portrayed in it are the work of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events or localities, is entirely coincidental.

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

The views expressed in this book are entirely those of the author. The printer/publisher, and distributors of this book are not in any way responsible for the views expressed by the author in this book. All disputes are subject to arbitration; legal actions if any are subject to the jurisdictions of courts of Canberra, Australia.

First Published: August 2017

Cover Design: Gargi Bhattacharya

Internal images:: www.pixabay.com under CCO,Creative Commons License.

Distributed by Amazon Worldwide Distribution

Gargi's youtube channel : shalpial network

Books by the author : (Years active 2006-17)

BOLD=BEST SELLER

1. **Chander mohuabone (as Chander coffee shope)**
2. **Maya horin**
3. **Fagun kuasha (as Hemanter bishh and Fagun Kuyasha)**
4. **Mayurkonthi bolkol**
5. **Neel bharani**
6. **Pishach**
7. **Machhranga**
8. **Mrigashira(as Digital Polash)**
9. **Andolika**
10. **Tofu tring**
11. **The clay egg (as The egg & Kindle version of The Clay egg)**
12. **Pushpito jonaki**
13. **Ghumpahari aator**
14. **Tuhinrekha**
15. **Kamakshi**
16. **Ava Cho**
17. **Chameli phool**
18. **Fungus**
19. **Hemate**
20. **Gothic Church**

21. Afgani
22. Jharbati
23. Radhachura
24. Mom rong
25. Domru
26. Cordless Hathpakha
27. Megh jochhona
28. Phobia
29. Mahuran
30. Hamir

----

31. Mehgony homshikha
32. Bhooter boi doll putul
33. Pekhom buro
34. Joyshil
35. Madol
36. Kaak
37..Chhobighar
38. Kankhe Gagori
--(a collection of previously published novellas)
39.Jhumri – (a collection of previously published micro stories….)
40.Pencil

“Write what you like; there is no other rule.”

– O. Henry

আমার লেখা পড়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে- **ছোটরা**

যারা লেখালেখি আরম্ভ করেছে ---

আর তারাও যারা বাংলা শিখতে শুরু করেছে ; সবাইকে প্রাণভরা ভালোবাসা সহ ----!!!

পেন্সিল

গড়িয়ার থেকেও ; ২৪ পরগনার আরো ভেতরে ছিলো পেন্সিলের বাসা । ওরা দুই ভাইবোন । পেন্সিল আর রবার ।ওদের বাবা , মন্টু মন্ডলের পরিবার- চাষী পরিবার । সবজি ও ফলমূল বাজারে বিক্রি করে দিন কাটাতো ওরা । বংশ পরম্পরায় চাষবাস করা এই পরিবারের ইতিহাস বলতে কেবলই ফসল ফলানো ।

নানাবিধ্ ফসল ফলিয়ে বিক্রি করাই ছিলো কাজ । গড়িয়া , তখনও এত জমজমাট হয়নি । তবুও কলকাতার কাছে বলেই বিকিকিনিতে অসুবিধে হতনা

মন্ডল পরিবারের । মনসা, শীতলা পুজো ও চড়কের মেলা হত নিয়মিত । মনসা মন্দিরে অনেকদিন ধরে বিকেলে, পাঁচালি পড়া হত সুর করে করে । তার অনেকটা সময় পরে পুজো হত । সাপকে শান্ত করার জন্য এই পুজো ।

সবুজ ক্ষেতেই বেড়ে ওঠে মন্টু । তবুও নিজেকে চাষী বা বাজারের সবজিওয়ালার ছেলে বলে পরিচয় দিতে অত্যন্ত খারাপ লাগতো তার । তাই নিজেকে সবার কাছে শিল্পী বলেই পরিচয় দিতো ।

প্রথমদিকে এক কুমোরের সাথে মিশে গিয়ে কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়ার কাজ করতো ।

আজকাল ঠাকুরের মুখগুলি, অভিনেত্রী কিংবা কোনো বড় মানুষের মুখের মতন করতে অর্ডার দেয় অনেকে তাই মন্টুর মনে হত যে সে আর ঠাকুর গড়ছে না বরং মাটির মানুষ বানাচ্ছে । তাই সে মূর্তি থেকে ছায়াতে চলে যায় । ছায়া মানে সিনেমা কিংবা অন্যকিছু নয় ; সে Shadowgraphy (Hand Shadow Puppetry) করতে শুরু করে ।

এর জন্য নানান জায়গায় ট্রেনিং নেয় । শেষে স্টেজ শো করতে শুরু করে । অত্যাশ্চার্য এই কলা দেখে মানুষ হাততালি দেবার সাথে সাথে শিখতেও শুরু করে । অভিনব এই শো ! পুরো একটি গল্পকে স্ক্রিপ্ট করে নিয়ে তাই দিতে সাদা ও কালো ছায়ায় ছায়ায় সিনেমা দেখানো । বিশেষ একটি আলোর শিখা নিয়ে কাজ শুরু ।

তা নাম হয় বটে মন্টু মন্ডলের । তবে সে এখন নিজের নাম বদলে করে নিয়েছে-মন্টি ম্যান্ডেলা । ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ তার চাষীত্ব সম্পর্কে জানতে না পারে ! একটি গন্ডগ্রামে, এক অখ্যাত কৃষক পরিবারে তার জন্ম এ যেন মন্টুর কপালে একটি বিশাল কালো দাগের মতন ।

মন্টি ম্যান্ডেলা ইদানিং বিদেশেও যাচ্ছে । এন আর আইদের ডাকে । ওর ওয়েবপেজে লেখা থাকে যে সে আন্তর্জাতিকভাবে সফল মানুষ !

সত্যিই সফল সে । কোনো চরিত্রাভিনেতা ছাড়াই যে বায়াস্কোপ বানানো যায় এ যেন দুনিয়াকে জানাতেই মন্টির জন্ম হয়েছে । আজব আঙুলের নড়ন চড়নে সৃষ্ট এক একটি চরিত্র এতই সাবলীল ও সুন্দর যে লোকে খেয়ালই করেনা যে এই সিনেমায় রং নেই !

ছায়ায় ছায়ায় এর বিস্তার । সত্যিকারের ছায়াছবি আরকি ! পেন্সিল ও রবারের বাবা বলে :: মানুষের ছায়া মানুষের মনের আসল ছবি ফুটিয়ে তোলে । বড় বড় মানুষের , মহামানবদের ছায়াতেই তাঁদের দেখা যায় । আর সাধারণ মানুষের ছায়াই তার ছোট্ট পদচিহ্ন রেখে যায় । তাই আমি ছায়াবাজি নিয়ে কাজ করি । যেকোনো মানুষকে দেখলে আমি তার ছায়াটা কল্পনা করি । সে যেমন লম্বা, বেঁটে, ফর্সা বা কালো সেরকম তার মনের ভালো ও মন্দ দিকও সেই ছায়ায় উঠে আসে ।

.....

শহরের বড় ফ্ল্যাটে থাকে মন্টি ম্যান্ডেলা । অনেকে ওকে আবার খ্রীস্টান মনে করে ।

মন্টি মজা করে বলে :: আমি বারবেল নিয়ে চলি, বাইবেল নয় !

নিয়মিত ভারোত্তলন করতে অভ্যস্ত মন্টি, একজন পরিশ্রমী বীর । ইয়া ইয়া তার পেশী । তার পেশীবহুল হস্ত-ছায়ায়, রাজহাঁস ও হস্তী দুইই খোলে ভালো ।

তাই মন্টি আজকাল, ওর গ্রামীণ জীবনের কোনো চিহ্ন রাখতে চায়না নিজ লাইফস্টাইলে । ও গেঁয়ো মন্টু নয় ; কেতাদস্তুর মন্টি !!

এক মহিলাকে বিয়ে করেছে । সে ব্যাঙ্কে কাজ করে । ঐন্দ্রিতা নাম তার । এই কেতাদস্তুর মহিলা, মন্টির শিল্পকলায় মজেছিলো । তখন মন্টি প্রতিমা গড়তো । ঐন্দ্রিতা সেখানে ঠাকুর কিনতে যায় । ওর অর্ডার ছিলো, মিশেল ওবামার মতন প্রতিমার মুখ ।

রীতিমতন ঝগড়া হয় তার -মন্টির সাথে ।

মন্টি এককথায় নাকচ্ করে দেয় । বলে যে মা কালীর মুখ হলে তাও চলবে কিন্তু সরস্বতীর মুখ ওরকম করা অসম্ভব । অনেক টাকার টোপ দেয় ঐন্দ্রিতা । কিন্তু জয় হয় মন্টির । শেষে দেবীর মুখ হয় সোনাক্ষী সিংহের মতন ।

তারপরে বিয়েটা হয়েই যায় ক্রেতার সাথে ।

পরবর্ত্তীকালে ওদের দুই সন্তান হয় । পেন্সিল আর রবার । পেন্সিল মেয়ে আর রবার ছেলে । পিঠোপিঠি

ভাইবোন । পেন্সিল দুরন্ত আর রবার শান্ত । ভাইবোনে খুব ভাব ! ঝগড়া করে আবার ভাবও হয়ে যায় ।

ফর্সা ও অল্প রোগাটে হল রবার আর পেন্সিল রোগা লিকলিকে ও কালো । মাথায় প্রায় একই দুজনে । রবারকে নিয়ে নয়, পেন্সিলকে নিয়েই বাবা ও মা বেশি চিন্তিত । কারণ তার অবাধ্যতা ও দুরন্ত স্বভাব । অন্যজন শান্ত ও বাধ্য বলেই হয়ত শুধু বাবা ও মা নয় সবারই প্রিয় । তবে রবারের দোষ আছে একটি । ও খুব ফুচ্কা খায় । বাড়ির সুস্বাদু খাবার ফেলে রেখে ফুচ্কা খেয়ে পেট ভরায় । কোনো হোটেলে খেতে গেলে আগেই জানতে চায় , কাকু তোমার এখানে ফুচ্কা রাখো না ? আশ্চর্য তো !

বাচ্চা ছেলেটির কথা শুনে হেসে ফেলে লোকে । অনেকে আবার ফুচ্কা রাখা শুরু করে ।

এদিকে দিদি পেন্সিল বলে ওঠে :: হাইজিনটা একটু কম না করলে ফুচ্কা খেতে ভালোলাগেনা । হাত ধুয়ে ফুচ্কা দিচ্ছো কেন ? নোংরা হাতে দেবে এবার থেকে বুঝলে !!

হেসে ওঠে রবার, বোনের কথায় । ঝড়ের গতিতে কথা বলে পেন্সিল ।

ওদের বাবা মন্টি ম্যান্ডেলা, নাকি অস্ট্রেলিয়াতে শো করতে গিয়ে ফুচ্‌কা খেয়ে এসেছে ।

ওখানে- সাহেবদের চালিত দোকানেও আজকাল বিরিয়ানি , চাট্‌, ফুচ্‌কা ইত্যাদি পাওয়া যায় ।

বাবা ওখানে গেম মিট্‌-ও খেয়েছে । যেসব পশুকে খেলার ছলে শিকার করে- মাংস খাওয়া হয় তাকে গেম মিট্‌ বলে ।

যেমন হরিণ, হাঁস, কোয়েল , ক্যাঙারু, গরু, মোষ, কুমির, উট্‌, কচ্ছপ------আরো নানা জাতের পশুপাখি । বাবা এরমধ্যে হরিণ ও ক্যাঙারু আর কোয়েল খেয়ে এসেছে । বাবাকে ওরা একটি বাচ্চা ক্যাঙারু দিয়েছিলো । আনা হয়নি । ওকে বাবা বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছে । ওখানে মেন রাস্তায় ক্যাঙারু আসে আর অনেকের বাগানেও ঢুকে পড়ে ।

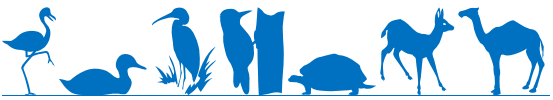

অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট থেকে গ্রামে প্রায় যাওয়াই হয়না ওদের কিছুটা মন্টির জন্য তবে ওদের মা ঐন্দ্রিতা বা শর্টে **অনু** কিন্তু গ্রামে যেতে খুবই ভালোবাসে ,সবুজে হারিয়ে যেতে ভালোলাগে তার । কিছুদিন মুখোশের বাইরে জীবন কাটানো আরকি !

মন্টিকে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও করে সে । বলে :: ভুলে যেও না তোমার শিকড় সবুজে গাঁথা । আর তোমার বাবা সবজি বিক্রি করলেও সৎ পথে খেটে খান । শহুরে মেকি মানুষের মতন কালো টাকা আর ঘুষের ওপরে বসে নেই !

স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই এই নিয়ে মনোমালিন্য হয় । আসলে নিজের বাবা-মাকে এই সামান্য কারণে ত্যাগ করার ব্যাপারটা একেবারেই না-পসন্দ্ ; অনুর । মানে ঐন্দ্রিতার । মন্টির নামবদলের ব্যাপারটাতেও সায় দেয়নি

অনু । কিন্তু সেক্ষেত্রে মন্টির যুক্তি হল যে অবাঙালীরা মন্টু মন্ডলের চেয়ে মন্টি ম্যান্ডেলাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ । কাজেই কথা বাড়ায় না ঐন্দ্রিতা ।

মন্টি একেবারে সাহেব । ব্রেড খায় , চিজ খায় , বেকন্ খায় । আজকাল সবকিছুই কিনতে পাওয়া যায় বাজারে । বাঙালিখানা ,বিশেষ করে চচ্চড়ি ও মাছের ঝোল একেবারেই খায়না । পাছে কেউ ওর পরিবারের ইতিহাস ধরে ফেলে ! ও পাক্কা সাহেব । কাঁটা-ছুরি দিয়ে স্যুপও খায় !

দাঁত চিপে কথা বলে । হাই, হ্যাল্লো, গুড বাই , মাই-প্লেসার, ড্যাম-ইট্ আওড়াতে অভ্যস্ত । **অনেকে আড়ালে**

বলে : : ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক । অনেকে আবার বলে এটা ওর ইন্সিকিউরিটি কাজেই ছেড়ে দেওয়া হোক্ ওকে !

যাতে শান্তি পায় তাই করুক ।

প্রতি শুক্রবার ও শনিবার পার্টি দেয় । বিকেলে ডিনার খেয়ে নেয় । হুইস্কি ও রামে স্বচ্ছন্দ । মাঝে মাঝে নাকি কোকেন নিতেও দেখা গেছে । লাল-নীল চুল ও হলুদ দাড়ি । বিচিত্র সাজ পোশাক । প্যান্ট পরে হাফ্ । আসলে ফুল প্যান্টই ওটা কিন্তু স্টাইলের জন্য অর্ধেক ছেঁড়া । লোকে হাফ্ ভেবে ভুল করে । কিন্তু ছায়াবাজির আসরে তুখোড় সে ! তখন এইসব অবোধ সাইড নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না ।

মন্টির দুই সন্তানের মধ্যে অধিক চঞ্চল যে সেই পেন্সিল আজকাল এক আজব ব্যামোতে কাহিল ! সন্ধ্যা গাঢ় হলেই তার তাজা রক্ত লাগে ।

রক্ত খেয়ে বা পান করে সে হয়ে ওঠে রক্তকরবী ফুল !

সূয্যি ডুবলেই চাই রক্ত ! আঁজলা ভরা টাট্‌কা গাঢ় রক্ত !

প্রথমদিকে খেলার মাঠেই বন্ধুদের আক্রমণ শুরু করে । লুকানো ব্লেড দিয়ে ওদের দেহে ক্ষত তৈরি করে রক্ত-পান করতে উদ্যত হয় কিন্তু প্রতিবারই কারো না কারো হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার ইতি ঘটে । অর্থাৎ রক্তপান আর হয়না ।

কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে !

ছায়াবাজিতে নাম কেনা, মন্টি ম্যান্ডেলার একমাত্র কন্যা পেন্সিল নাকি লোকের রক্ত চোষে !

সন্ধ্যা নামলেই সে কাজে নামে । গুপ্ত ব্লেডের আঘাতে কেটে ফেলে বন্ধুর দেহ আর তারপর অবাক রক্তপান !

রটনা যাইহোক্ না কেন , ঘটনা হল এখনো তাজা রক্তপানের সুযোগ হয়নি তার ।

মন্টির ছেলে রবার কিন্তু দিদির এই কান্ডে অবাক হলেও লজিক দিয়ে বিচার করতে ইচ্ছুক !

তার দিদি এখনও কিশোরী । যুবতী নয় । আর গায়ে এত জোরও নেই যে কাউকে কাবু করে রক্ত খাবে । তবে কেন এই রটনা ?

দিদিকেই জিজ্ঞেস করে বসে ।

পেন্সিল বলে ওঠে :: জানিস্ ভাই আমার মাথার ভেতরে কেমন করে । মনে হয় মুঠো মুঠো রক্ত না পেলে আমি মরে যাবো । আর কোনো কোনো বাচ্চাকে দেখলে আমার তখন ওকে আছাড় মারতে ইচ্ছে করে । সবাইকে নয় । কাউকে কাউকে !

ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলার কথা তো লোকে জানেই কাজেই রটে যায় পেন্সিল বাঙালী ড্রাকুলা । এবং সে একজন মেয়ে । ফিমেল ।

অনেকে এও বলে যে ওর বাবা মন্টির এই সাহেব হতে চাওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে । কোনো অশুভ আত্মা হয়ত ওকে ভড় করেছে যে কোনো সাহেবের দেহে ছিলো আগে ।

কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের ব্যাপারে কিছু বলার নেই রবারের কারণ একমাত্র টেকনোলজি দিয়ে বিপ্লব

করলেই মানুষের অনেক অন্ধবিশ্বাস কাটানো যাবে , তার আগে নয় । কিন্তু দিদির হঠাৎ এরকম মনে হচ্ছে কেন ?

অশুভ আত্মা দিদির ওপরে ভড় করেছে এসব গাঁজাখুড়ি রবারের আধুনিক মনকে ব্যঙ্গ করছে । তবুও সে এই বিষয়ে তদন্তে আগ্রহী হয় । দিদির সাথে গভীর আলোচনা করে । নানান ভিডিও দেখে ও অকাল্ট ওয়েবপাতা পড়ে জানতে সক্ষম হয় যে রক্তচোষা আমরা যাকে বলি **সেরকম ডাইনি জাতীয় কিছু --অশুভ আত্মার কবলে পড়া মানুষ সত্যি সত্যি সমাজে থাকলেও, আরো একটা জিনিসও আছে** । সেটা হল একটি অসুখ । এই অসুখটির নাম Renfield's syndrome--!!

অর্থাৎ ক্লিনিক্যালিও মানুষ ভ্যাম্পায়ার হতে পারে । যদিও এই অসুখটি নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয়না তবুও অনেক মানুষ এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন । তারা চিকিৎসক, মনোরোগ বিশারদ্ ও বিজ্ঞানী বটে !

এই অসুখের কোনো ওষুধ নেই । চিকিৎসা নেই । শুধু পেশেন্টকে রক্ত সরবরাহ করা ছাড়া !

বাড়ির আবহাওয়া খুব বিষণ্ন । নেতিয়ে পড়েছে পেন্সিল ও তার কারণে অন্যরা । রবারও চিন্তিত । কিছু একটা করতেই হবে !

এই পর্যন্ত দিদিকে পাঁঠার রক্ত দিয়েছে বাড়ির লোক । ঘরে তাকে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে ।

স্কুল থেকে ওকে বহিস্কার করেছে । একজন টিচার বাসায় এসে পড়ায় । কিন্তু সবাই ওকে সন্ধ্যা হলেই ঘরে ; বন্দী করে ফেলে । তখন পাঁঠার রক্ত , বোতলে করে খেতে দেওয়া হয় । সেই কাজটি করে স্বয়ং বাবা ! কারণ মাও ওর কাছে যেতে ভয় পায় কেমন !

ওদের পোষা কুকুর ঘসেটিকে ওরা কেনেলে দিয়ে এসেছে । পাছে দিদি ওকে কেটে রক্ত চোষে ! কিন্তু অপমানিত হয়ে ঘসেটি নাকি সেখানে আত্মহত্যা করেছে ; না খেয়ে শুকিয়ে গিয়ে !!

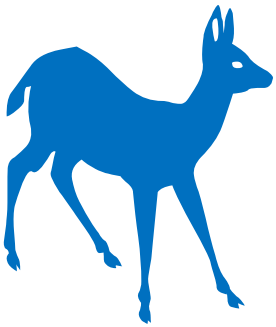

নিজের অজান্তেই মানুষ, এমন সব পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে পড়ে যে আগে থেকে আঁচ পেলেও কিছুই করার থাকেনা ! নিজের প্রিয় দিদির মুখ থেকে যে এমন রক্ত চলকে পড়বে কোনোদিন কি ভেবেছিলো রবার ? শতবার মুছলেও সেই রক্তকণা ওঠানো যায়না । আশ্চর্য ক্ষমতা তার ! এই রক্তের দাগ মানুষকে মারে, বাঁচায় না ।

দিদি , রবারকে প্রায়ই বলে :: ভাইটি মোর, সন্ধা হলেই আমার গলায় কেমন যেন একটা সুড়সুড়ি লাগে আর মাথায় একটা চাপ ধরে আর তারপরেই আমার রক্ত খেতে ইচ্ছে করে । আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনা । আর ছোট ছোট বাচ্চা দেখলেই বিশেষ করে কোনো মেয়ে , আমার ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মাথাটা গুঁড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় নাহলে বুকের ভেতরে কেমন করে !!

লোকে এমনও বলে যে পেন্সিলকে বাদুর কামড়েছে । এমন এক বাদুর আছে যারা রক্ত খায় । আগে মনে করা হত তারা পশুর রক্ত খায় । কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারা মানুষের রক্তও পান করতে পারে । এই বাদুরের লালা দিয়ে বিজ্ঞানীরা আজব ওষুধ তৈরি করেছে যা দিয়ে হার্ট অ্যাটাক থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব কারণ লালায় এমন সব রসায়ন থাকে যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয়না ।

এই বাদুরের নাম রক্তিম । কাজেই পেন্সিলকে হয়ত কোনো রক্তিম কামড়েছে ।

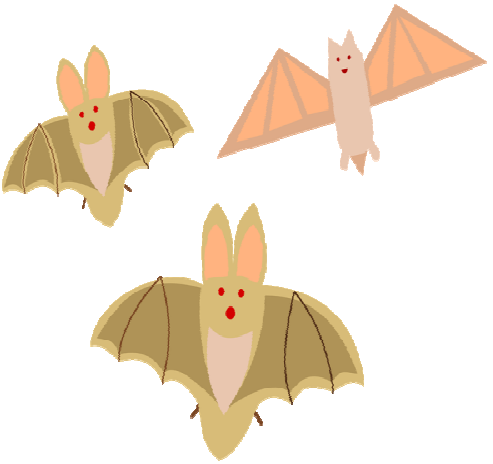

যে যাই বলুক রবার জানে এটা আসলে এক প্রকার অসুখ । কেউ দিদিকে কামড়ায়নি ।

আজকাল দিদি ঘরবন্দী থাকে । সারাটাদিন কাঁদে । মাঝে মাঝে অনলাইন বন্ধুদের সাথে গল্প করে ও অনলাইন গেম খেলে সময় কাটায় ।

ওরা দেখা করতে চায় কিন্তু দিদি যে রক্ত চোষে তা তো ওরা জানেনা । জানলে কী আর বন্ধুত্ব রাখবে ?

দিদি ; লুডো খেলতে ভালোবাসতো খুব । এখন একা একা সাপ-লুডো খেলে । রবারের পর্যন্ত ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই । কাজেই লুডোতে শুধু স্নেক্ ল্যাডারটাই খেলে গৃহবন্দী ও সাঁঝের সময় ঘরবন্দী-- পেন্সিল ।

একমাত্র দিদি ও প্রিয় বোনের জন্য ভারি দু:খ হয় রবারের ; কিন্তু কিছু করার নেই কারণ এই অসুখের কোনো চিকিৎসা নেই ।

ওদের বাড়ির কাছেই ইলিশ মাছের দোকান আছে । সেখানে রোজ সকালে লক্ষ লক্ষ মাছ আসে, চালান হয়ে । বড় বড় হাঁড়িতে করে ইলিশ মাছগুলি- ফুলের মতন করে সাজিয়ে নিয়ে মেয়েরা দোকানে যায় । মাছের লেজটা ওপরের দিকে করে এমন সুন্দরভাবে সাজানো থাকে যে রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করে আর মনে হয় যেন চাঁদের আলোয় ইলিশ মাছগুলো বাতাসে ভাসছে ।

দিদি ঘরবন্দী হয়ে মাছের হাঁড়ি দেখে ।

একদিন ও মাছ খেতে চেয়েছিলো । তখন মা দোকানে মাছ কিনতে গেলে কয়েকজন লোক নাকি মাকে বলে ওঠে :: আপনার মেয়ে তো রক্ত খায় । মাছও খায় নাকি ? নাকি ইলিশের রক্ত খাবে বলে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ?

শুধু শুধু ইলিশটা নষ্ট করবেন দেখছি ! জানেন না আজকাল ইলিশের আকাল ? অতিরিক্ত মাছ ধরে বলে ? অসময়ে বরফের মাছ খায় বলে ?

তার মধ্যে আপনি আবার খামোখা মাছগুলি কিনে নিয়ে নষ্ট করছেন কেন ? খেতে হলে কিনে নিয়ে যান । রক্ত চোষা মেয়েকে খুশি করতে নয় !

শুনে রবারের চোখ ছানাবড়া । ওর চোখ দুটি অবশ্যই বেশ বড় বড় ও গোল গোল । রসগোল্লার মতন । সেই চোখ আরো গোল হয়ে যায় ফুটবলের মতন । আর রাগও হয় খুব । ইচ্ছে করে দিদির মতন ঐ লোকগুলোর মাথাটা চিবিয়ে খেতে !

নিজের মেয়ের এমন হলে তখন নানান কাঁদুনি গাইতো । অন্যের হয়েছে বলে ব্যঙ্গ করছে ।

রবার ; এই ছোট্ট জীবনেই দেখেছে কীভাবে প্রতিটি মানুষ একে ওপরকে অপমান করছে ।

তারওপর দিদির এই অবস্থা দেখে অনেকেই সুযোগ পেয়ে গেছে । কিন্তু দিদি কী করবে ?

এটা তো ওর অসুখ ! আর বাবা ও মা ওকে এমন সাবধানে রেখেছে যে বেচারি এখনও কোনো মানুষ কিংবা পশুর ক্ষতি করেনি । শুধু পাড়ার হারু কসাইয়ের

কাছ থেকে বাবা নিয়মিত পাঁঠার রক্ত কিনে আনে । কারণ সন্ধ্যা হলেই দিদির রক্ত লাগে ।

পশুর রক্ত পান করে শান্ত হয়েই আছে দিদি ।

ও অবশ্য জানে এগুলি মানুষের রক্ত ।

ওকে সেরকমই বলা হয়েছে ।

এদিকে দিদির বন্ধু রুহি যে ওর ক্লাসমেট , সে সবার চোখ এড়িয়ে দিদিকে দেখে গেছে । টিউশান পড়তে এসে লুকিয়ে দিদির সাথে আড্ডা দিয়ে গেছে । খুব কেঁদেছে দুই বন্ধু ! দিদির এমন অবস্থা দেখে রুহি নিজের বুকের কষ্ট সামলাতে পারেনি ।

রুহির কাছেই ওরা জেনেছে যে জুহা মাড়ওয়া নামে এক যুবক নাকি ইদানিং শহরে ঘোস্ট ট্যুর চালাচ্ছে । সে মোটা টাকার বিনিময়ে মানুষকে ভূত দেখাতে নিয়ে যায় । জুহা নাকি বলেছে যে দিদির জন্য বাবা-মাকে ও অফার দেবে । ঘোস্ট ট্যুরে এসে লোকে দিদিকে দেখবে । সাক্ষাৎ একজন মহিলা ভ্যাম্পায়ার বলে কথা !

জ্যান্ত ; রক্তচোষা এক মেয়েকে দেখতে নিশ্চয়ই শহর হামড়ে পড়বে । তাতে অনেক লাভ হবে জুহার আর এর আগে হয়ত কোনো দেশেই এরকম জ্যান্ত মহিলা ড্রাকুলা কেউ দেখেনি । তাই বিদেশীরাও আসবে ফেসবুকে ঘোষণা করলেই !

প্রস্তাব শুনে গা জ্বলে গেছে রবারের ! যেন ছেলে খেলা ! একজন কিশোরী কত কষ্ট পাচ্ছে এই আজব রোগে । তাকে সহানূভূতি না জানিয়ে লোকে ওকে নিয়ে ব্যবসা করার মতলব করছে । জুহা নাকি এও বলেছে যে দিদিকে কিছুদিন পরেই সরকার মেরে ফেলবে । কারণ এরকম এক ব্লাড সাক্ করা মেয়েকে আইন---

হেসে ,খেলে বেড়াতে দেবেনা । আর মৃত্যুর পরে ওর দেহটা জুহা নিয়ে যাবে । ওকে মমি করে রেখে দেবে । লোকে ওকে দেখতে আসবে । সাক্ষাৎ বাঙালী এক ভ্যাম্পায়ার । মা -কালীর রাজ্যে রক্তচোষা মেয়ে একজন । মা-কালীর মতনই রক্ত খায় । বাঙালীরা তো সবই খায় । চা খায় , জল খায় আবার মিষ্টিও খায় । **ওদের মধ্যে জল বা রক্ত ,পানের ব্যাপার নেই ।** এমনকি

পানও ওরা জর্দা দিয়ে সেই খায় ! আর জুহা মাড়ওয়া খালি লাভ খায় ; ক্রেতার পরিশ্রমে ভেজা ঘাম পান করে ।

মূল কলকাতা হয়ে ওঠা গড়িয়ার অনতিদূরে

সাহেবগঞ্জ । এখানে আগে নাকি অনেক সাহেব ও মেমসাহেব বাস করতো । বেশির ভাগটাই গ্রাম্য পরিবেশ কিন্তু তারই মাঝে সাহেবরা বাস করতো । অনেকে স্থানীয় চাষাদের সাথে হাত মিলিয়ে চাষ করতো । অনেকে দুধের ব্যবসা করতো । তখন তো হরিণঘাটা ছিলো না । লোকাল গরু, মোষ ও ছাগল দুধ সরবারহ করতো ।

এই সাহেবগঞ্জই রবারের বাবার গ্রাম । রবারের মা নিয়মিত এখানে আসে আর দাদু-ঠাকুমার সাথে দেখা করে । কখনো কখনো বাবার আড়ালে রবার ও পেন্সিলও আসে এখানে । বাবা জানলে আর রক্ষে নেই ! বাবাকে লুকিয়ে কেন তার বাবার কাছে মা আসে তা রবার জানে না । কেবল জানে যে দাদু-ঠাকুমা হল গেঁয়ো । ওদের কলকাতায় আনা অসম্ভব কারণ শহরের

লোকেরা এসব গাঁইয়াদের একদম সহ্য করতে পারেনা । ওরা লেখাপড়া , আদব-কায়দা কিছু জানেনা , শেখেনা- তাই ।

বাবার কিছু বন্ধু নাকি জানতে পেরে গিয়েছিলো তখন বাবা বলেছে যে ওখানে বাবার বিশাল জমিদারি আছে আর দাদু হল ওদের কেয়ার টেকার । বাবার বাবা- ওকে কাজে লাগায় সৎ ও পরিশ্রমী বলে ।

শুনে রবারের খুব অবাক লেগেছিলো । নিজের বাবাকে কেয়ারটেকার বলার কী বা দরকার থাকতে পারে সে জানেনা । দাদুকে তার খুবই ভালোলাগে । সাহেবগঞ্জে গেলে দাদুর সাথে ক্ষেতে নামে । কত চাষ হচ্ছে সেখানে । সবুজ সবুজ তাজা ক্ষেতগুলি রবারের মন মাতায় ।

ওদের বাড়ি তো ফ্ল্যাটে । সেখানে কোনো মাটির বালাই নেই । ওরা মাটি কেনে । টবে বসায় । তাই বুঝি গাছগুলি কেমন মিইয়ে থাকে । কিন্তু দাদুর ক্ষেতে প্রতিটা গাছ কেমন খিলখিলিয়ে হাসছে !!

বাবাকে কয়েকবার প্রশ্নও করেছে । কিন্তু বাবা বলেছে যে ও বড় হলে বুঝতে পারবে ।

রবার ; বাবাকে কিছু বলেনি কিন্তু দিদিকে বলেছিলো যে ওরাও যদি বাবাকে ওদের কেয়ার টেকার বলে পরিচয়

দেয়, ওদের বন্ধুদের কাছে তখন বাবার কেমন লাগবে ? ওদের বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা কখনোই আসবে না । বাবা আসতে দেবেনা । এলেও নাকি নিচে দরোয়ানের ঘরেই থাকবে । কেয়ারটেকার কি আর মালিকের সাথে থাকে ? তাই ।

ইদানিং সন্ধ্যা নামলেই যে দিদির রক্ত-নখ বার হয় তা দাদুকে জানিয়েছে মা । দাদুর বাসায় মা---ই একটা মোবাইল ফোন দিয়ে এসেছে । তাই দিয়ে মায়ের সাথে ওরা যোগাযোগ করে ।

রবার, মাকেও জিজ্ঞেস করে দাদুর ব্যাপারে । কেন ওদের বাবা মন্টি ম্যান্ডেলা এরকম করে। মা বলেছে যে দাদু ও ঠাকুমাকে মা খুবই ভালোবাসে । ওরা বুড়ো হয়ে গেছে তাই কেতাদস্তুর পোশাক পরেনা আর । আর ওরা ওদের মতন । **সহজ , সরল ও সৎ ।**

মিথ্যে কথা বলে না মোটেই । আর মানুষ ভালোবাসে । তাই মা ওদের খুব পছন্দ করে । বাবা না করলেও । রবারের তো দাদুদের ভালোলাগেই আর পেন্সিলও ওদের ভালোবাসে । দিদির নাকটা খুব চোখা বলে দাদু ওকে মজা করে বলে ---**তোমার নাকটা পেন্সিলের মতন গো মেয়ে !**

মা ; মোবাইল ফোনে দাদুকে জানিয়েছে দিদির ব্যাপারটা । আর তারা যে কতবড় একটা ফ্যাসাদে পড়েছে সেটাও ।

ঠাকুমা , যাকে ওরা ডাকে ঠামা বলে খুবই চিন্তায় পড়েছে । কিন্তু বাবা বেঁচে থাকতে ওদের ফ্ল্যাটে আসা নিষেধ ।

মাঝে মাঝে বাবাকে ; রবারের ঘর সাজানোর গাছ মনে হয় । প্লাস্টিকের গাছ আর কি !

কোনো শিকড় নেই । মাটি নেই । প্রাণ নেই । শুধু আধুনিক সমাজে, মিথ্যে ফেরি করে বেঁচে আছে । গাছের অস্তিত্বটাই শুধু সত্যি । আর সবই মিথ্যে ।

রবারকে ওর বন্ধুরা ডাকে grandpa বলে ।

ওরা বলে :: তুই দেখতে এই এত্তোটুকু ! কিন্তু তোর ভাবনাচিন্তা গুলো বুড়োমানুষের মতন ।

তোর বাবা প্লাস্টিকের গাছ হলে তুই হলি বট গাছ । ডাইনোর বন্ধু একেবারে !!!

****

দাদুই শেষমেশ দিলো উপযুক্ত সমাধান ।

এক রোগের শিকার নাত্নি পেন্সিল । এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার । স্নেহের কারণে ।

আর ওদের বংশে নাকি আগেও এরকম এক মহিলা ছিলো । তার রক্ত খাবার প্রবণতা দেখে গ্রামের লোকে ওকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারে ।

জীবন্ত এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারছে আর কেউ প্রতিবাদ করছে না দেখে ওদের এলাকার মেমসাহেব মেয়ে ডেবোরাহ্ উন্মাদ হয়ে যায় । পরে নাকি সে রাস্তায় ক্ষমা ভিক্ষা করতো **! -------আমাকে একটু ক্ষমা দেবে তোমরা ? নো কেক্ অর্ বিস্কিট্ , অন্লি আ লিটিল বিট্ অফ্ ফরগিভ্নেস্ ।**

ময়লা পোষাক, এলোমেলো জটধরা চুল । আর মুখে ঐ কথা ছিলো তার । সোনার বরণ-- রোদে , জলে পুড়ে তেতে কালো হয়ে গিয়েছিলো ।

নিয়মিত রক্তপান করা সেই মহিলা ; ওদের বংশে কালির দাগ আঁকলেও, তাকে যেই প্রিয়জনেরা রক্ষা করতে চেয়েছিলো তারা পারেনি কারণ কেউ জানতো না যে এটা আসলে ওর মানসিক রোগ । অশুভ আত্মা ও ডাইনির গল্পই সবাইকে মোহিত করতো । **মানুষ আসলে কল্পনা করতে ভালোবাসে । তাই গল্পের ডাইনি-বুড়িই লোককে বেশি আকর্ষণ করে বাস্তবের অসুস্থ মানুষের চেয়ে** । তাই দোলের আগে, ন্যাড়াপোড়ার মতন সেই মহিলাকে গ্রামের লোকে পুড়িয়ে মারে ।

দাদুর নাকি এই ঘটনাটায় খুব দু:খ হত । তাই নিজের নাত্নির ক্ষেত্রে যেই প্রস্তাবটা দাদু দিলো তা হল :: আগের ঘটনার সময় তো আমি ছিলাম না কারণ আমি তখনও জন্মাই-নি কিন্তু এখন আমি বেঁচে থাকতে, আমার এত্তোটুকু সোনার মেয়ে নাত্নিকে -কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তার বাবা -মায়ের বুক থেকে ।

আমার একটা পরিকল্পনা আছে । তা হল ; এই যে আমাদের এখানে ক্ষেতে, এত্তো বিট্ গাছের চাষ হয় -- সেই বিটের রস বানিয়ে ওকে মানুষের রক্ত বলে দেওয়া হোক্ । পাঁঠার রক্ত আর নয় । এই রস স্বাস্থ্যের পক্ষে

দারুণ উপকারি আর দেখতেও একদম গাঢ় লাল রক্তের মতন । কাজেই ও কিছু বোঝার আগে পুরোটা পান করে ফেলবে । এই পুরো ব্যাপারটাই গোপনে করা হবে । আরো বড় কথা হল এই যে ওদের বাবাকে দিয়ে একটা কৃত্রিম মানুষের মূর্তি বানাও । আগে তো সে প্রতিমা গড়েছে কাজেই মানুষও গড়তে পারবে । সেই মূর্তি এমন হবে যাতে আসল মানুষ বলে মনে হয় ।

মূর্তির ভেতরে ভরে দেওয়া হবে বিটের রস ।

ও এসে ; ঐ মূর্তিতে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত খাবে । আর মনে করবে যে সে সত্যি সত্যি মানুষের রক্তপান করছে । বিটের রস খেয়ে খেয়ে হয়ত একদিন এই অসুখও সেরে যাবে , কে জানে ?

হ্যাঁ , স্বাদটা হয়ত অন্যরকম লাগবে কারণ সে পাঁঠার রক্ত খেতে অভ্যস্থ । সেই ব্যাপারে ওকে কিছু একটা বানিয়ে বলতেই হবে । ওর মঙ্গলের জন্য ।

সবকিছু শুনে টুনে বাবা বললো :: হ্যাঁ , অনেক জায়গায় পড়েছি যে বিট্‌কে সুপারফুড বলা হয় । আর বিট্ খেলে

মস্তিস্কের কাজ ভালো হয় ও মাথা ঠান্ডা হয় । হয়ত এতে করে পেন্সিলের রোগটাও সেরে যেতে পারে , কে জানে ! **মাথার ব্যামো বইতো নয়** ।

এরপর দাদুর পরামর্শ মতন বাবা বহুদিন পরে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে বসলো । আধুনিক ফাইবার দিয়ে তৈরি হল এক কৃত্রিম মানুষ । তারমধ্যে কিছু কলকব্জা ভরে, তাকে একেবারে রিয়ল মানুষ করা হল । বাবা এরজন্য একবার বিদেশেও ঘুরে এলো । রবারও বাবার সাথে গেলো । কাজের সময় বাবাকে সাহায্য করলো । নিজেও অনেক মূর্তি গড়ার কাজ শিখে নিলো । সত্যি, কোনো শিক্ষাই কখনো ব্যর্থ হয়না আর কার কখন কিসের দরকার পড়ে কেউ বলতে পারেনা । এখন বাবা তো দাদুরই কথামতন কাজ করছে । যদিও বাবা হয়ত বলবে যে কেয়ারটেকারের কাজ কেয়ার করা তাই দাদু যা করছে তা আসলে ওর ডিউটির মধ্যেই পড়ে কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর তা নয় ! কাজেই দাদুর প্রতি বাবার আদর বাড়াতে ; মনে মনে রবার খুব খুশি !

সেই মানুষের ভেতরে ভরে দেওয়া হল তাজা বিটের রস । তার দেহে ; পিন ফোটালেই ফিন্‌কি দিয়ে বার হচ্ছে

লাল লাল গাঢ় রক্ত ওরফে বিটের রস । আর সেই রক্ত এখন শুধু পেন্সিল নয় ; লুকিয়ে চুরিয়ে রবারও খেয়ে নিচ্ছে ! হয়ত বা বাবা ও মাও !

তবে পেন্সিল খুবই বুদ্ধিমতী - তাই নতুন রক্ত পেয়েই প্রশ্ন করে ওঠে বাবাকে :: বাবা , বাবা এই রক্তের স্বাদ একেবারেই আলাদা ! এটা কি অন্য কোনো জাতের মানুষের রক্ত ?

এই প্রশ্নটা শুনতে সরল হলেও আসলে এক কঠিন প্রশ্ন ! তাই বুঝি বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে । তারপর দিগন্ত বিস্তৃত বিট্ ক্ষেতের দিকে চেয়ে -- অফবিট্ মেয়েকে বলে ওঠে :: **এই মানুষের ব্লাড গ্রুপটা আসলে আলাদা, আগের মানুষের চেয়ে ।**

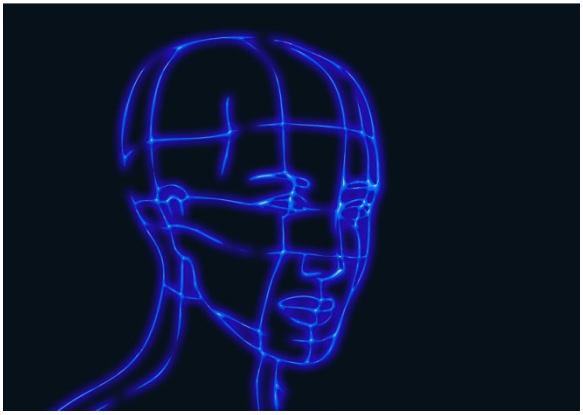

এই যা , বলাই হয়নি এই বিটের ক্ষেত হল সাহেবগঞ্জে । দাদুর বাসার কাছে । দাদুর ক্ষেত । আর বাবা এখন সবাইকে নিয়ে দাদু-ঠামার কাছে আছে । ওরাও খুব শীঘ্রই যাবে রবারদের ফ্ল্যাটে । দিদি অর্থাৎ পেন্সিলও খুবই খুশি এই কথা শুনে । কারণ দাদু নাকি তার জন্য তাজা রক্ত , বোতলে ভরে আনবে । কষ্ট করে আর নতুন মানুষের গায়ে পিন ফুটিয়ে- বার করতে হবেনা , পেন্সিলকে । একদম পেপ্সির মতন ডাইরেক্ট বোতল থেকে খাবে তাজা , গাঢ় মানব রক্ত , আদতে বিটের জুস্ ।।।

অবাক রক্তপানের ব্যবস্থা হয়েছে বলে দিদি এখন আর বন্দিনী নেই । ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ পিপাসা পেলেই ভরসন্ধ্যায় ও ধাবিত হয় অন্যমানুষের দিকে আর পিন ফুটিয়ে পান করে অঢেল রক্ত । শুধু অপেক্ষা এখন দাদুর আবির্ভাবের !! তখন আর পিন ফোটানোর সময়টাও নষ্ট করতে হবে না । তৃষ্ণার মহালগ্নে !

রবার নিজের ওয়েবপাতায় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে । এক সাহেব সেই লেখা পড়ে ওকে তার দেশে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে । অবশ্যই দিদিকে সাথে নিয়ে । কারণ ঘটনাটি সত্য ।

আর দিদি , পেন্সিলের জন্য গোরা সাহেব , সাহেবগঞ্জে নয় খোদ পরবাসে অনেক অনেক বিট্ জুসের ভান্ডার খুলে রেখেছে । কারণ তার স্বপ্ন ছিলো সত্যি ভ্যাম্পায়ারের দেখা পাওয়া । সবই তো গল্পে পড়া হয়

কিংবা কোনো না কোনো সিনেমা ও নাটকে দেখা হয় । এরকম আস্ত এক ফিমেল ড্রাকুলার দেখা পাবে- ভেবেই লোম খাড়া হয়ে গেছে সাহেবের ।

ঘটনাচক্রে জানা গেছে যে তার নাম ব্রাম স্টোকার । হয়ত নামী লেখকের কোনো বংশধর ! কে জানে ?

পেন্সিল ; কোনো মানুষের রক্ত না খেয়ে নকল মানুষের রক্তপানেই ব্যস্ত থাকে শুনে সাহেব অবাক । অবাক এইজন্য যে এই আজব ব্যাপারকে, পেন্সিলের বাড়ির লোকেরা কীভাবে আয়ত্বে এনেছে । সত্যি -গরীব দেশ ভারতের কাছ থেকে আজও অনেক কিছুই শেখার আছে ! **মুগ্ধ সাহেব শীঘ্রই পেন্সিলের সাথে দেখা করবে । ব্যাগ গুছাতে ব্যস্ত রবার ; কিছুদিন এই কারণে স্কুল ফাঁকি দেবে । তাতে কি ?**

একটি নতুন দেশ দেখবে , জানবে ! এও তো শিক্ষা ! ক্লাসরুমের শিক্ষার থেকে কোনো অংশে কম নাকি ?

The end